জেলা মাদারীপুর

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

(ফৌজদারী বিবিধ এখতিয়ার)

ক্রিমিনাল মিসেলিনিয়াস মামলা নং-২৫৬১৫/২০১৯

ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫৬১ক এর অধীনে একটি দরখাস্ত

মোঃ নাজমুল হুদা ---------- পিটিশনার

বনাম

রাষ্ট্র এবং অন্য একজন ---------- অপজিট পার্টিগণ

আইনজীবী জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান -------পিটিশনারের পক্ষে

জনাব ফরহাদ আহমেদ, ডিএজি

সাথে নুসরাত জাহান, ডিএজি ---------- রাষ্ট্রপক্ষ

উপস্থিত:

জনাব বিচারপতি এম ইনায়েতুর রাহিম এবং

জনাব বিচারপতি মো: মোস্তাফিজুর রহমান

৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

রায়

বিচারপতি এম ইনায়েতুর রাহিমঃ

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১ক ধারায় একটি আবেদন দাখিলের মাধ্যমে অভিযুক্ত পিটিশনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ধারা ১১ (গ) এর অধীনে দায়েরকৃত ২০১৮ সালের নারী ও শিশু মামলা নং- ১০৬ (যা বর্তমানে মাদারীপুর নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন) এর সকল কার্যক্রম বাতিলের প্রার্থনা করেন।

অভিযুক্ত পিটিশনারের পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য বিবেচনা করলাম। দায়েরকৃত অভিযোগ অনুসন্ধান প্রতিবেদন, অভিযোগ গঠনের আদেশ এবং আমাদের সামনে উপস্থাপিত অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনা করলাম।

অভিযুক্ত পিটিশনার মূলত: এই যুক্তিতে মামলার কার্যক্রম বাতিল চেয়েছেন যে, অভিযোগকারী এজাহার দায়ের করতে পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিল কিনা এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা এজাহার দায়েরে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো কিনা তা অনুসন্ধান প্রতিবেদনে উল্লেখ নেই। সুতরাং ট্রাইব্যুনাল বেআইনীভাবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নিয়েছে। উপরিউল্লিখিত বিষয়টি বিবেচনার জন্য নারী ও শিশু

নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (পরবর্তীতে ২০০০ সালের আইন নামে উল্লিখিত) এর ধারা ২৭ (১ক) (ক) (খ) পর্যালোচনা করা দরকার, যেখানে উল্লেখ আছে যে,

> "(১ক) কোন অভিযোগকারী উপ-ধারা(১)-এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে হলফনামা সহকারে ট্রাইব্যুনালের নিকট অভিযোগ দাখিল করিলে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করিয়া-
>
> (ক) সন্তুষ্ট হইলে অভিযোগটি অনুসন্ধানের (inquiry) জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অভিযোগটি অনুসন্ধান করিয়া সাত কার্য দিবসের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবেন;
>
> (খ) সন্তুষ্ট না হইলে অভিযোগটি সরাসরি নাকচ করিবেন।" [গুরুত্ব প্রদানের জন্য অধোরেখা প্রদান করা হয়েছে]

ধারা ২৭ (১ক) এবং উহার উপধারা (ক) একত্রে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এটি পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে হলফনামা সমর্থিত একটি অভিযোগ প্রাপ্ত হয়ে যদি ট্রাইবুন্যাল অভিযোগকারীকে পরীক্ষান্তে সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পর তিনি সরাসরি ট্রাইব্যুনালে এসেছিলেন সেক্ষেত্রে অনুসন্ধানের আদেশ দেওয়া যাবে।

আলোচ্য মামলায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী ট্রাইব্যুনালে হলফনামা সহকারে অভিযোগের দরখাস্ত দাখিল করে উল্লেখ করেন যে, তিনি থানায় গিয়েছিলেন কিন্তু পুলিশ তার অভিযোগ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল উক্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগকারীকে পরীক্ষান্তে অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানের আদেশ দেন।

যেহেতু অভিযোগকারী ট্রাইব্যুনালের সামনে হলফনামায় শপথ পূর্বক দাবী করেছিলেন যে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা তার অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন এবং ট্রাইব্যুনালও উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়েছেন, সেক্ষেত্রে আমাদের মতে উক্ত ইস্যুতে নতুন করে অনুসন্ধান করার কোনও আইনগত প্রয়োজন নেই।

অধিকন্তু, ধারা ২৭ (১ক) তে উল্লিখিত 'অভিযোগটি অনুসন্ধানের জন্য' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। শব্দটির অর্থ হল কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, অভিযোগকারী থানায় গিয়েছিল কিনা এবং পুলিশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল কিনা তা নির্ধারণের জন্য অনুসন্ধান করা উচিত।

নারী-ও-শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ২৭ (১গ) ধারা নিম্নরূপ :

> (১গ) উপ-ধারা (১) এবং (১ক) এর অধীন প্রাপ্ত রিপোর্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ বা তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও

ট্রাইব্যুনাল, যথাযথ এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে, কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

উপরোক্ত বিধানের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, যথাযথ কারণ উল্লেখ পূর্বক একজন আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেওয়ার অবাধ ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালকে প্রদান করা হয়েছে। যদিও আসামীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ রিপোর্টে উল্লেখ না থেকে থাকে।

অধিকন্তু, উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুসন্ধানের পর যখন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায় তখন, কেবলমাত্র একটি পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে ছাড় প্রদান করা সমীচীন নয়।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এই আবেদনটিতে আমরা কোন সারবত্তা পাইনি।

তদানুসারে, আবেদনটি সরাসরি না-মঞ্জুর করা হলো।

আদেশের অনুলিপি অনতিবিলম্বে প্রেরণ করা হোক।

দায়বর্জন বিবৃতি **(DISCLAIMER)**

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে 'আমার ভাষা' সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।